بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৯শে এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় উহুদের যুদ্ধ পরবর্তী আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন যার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের অনুপম সৌন্দর্য প্রস্ফূটিত হয় এবং পরিশেষে চলমান বিশ্বপরিস্থিতির জন্য হুযূর দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করছি যার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনীচরিতের অনুপম সৌন্দর্য প্রস্ফূটিত হয়। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, **আব্দুল্লাহ্ বিন আমর** (রা.) শাহাদতবরণের সময় অনেক ঋণী ছিলেন। হযরত জাবের (রা.) মহানবী (সা.)-কে অনুরোধ করেন, তিনি যেন ঋণদাতাদেরকে ঋণের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তবে, মহানবী (সা.)-এর অনুরোধ সত্ত্বেও তারা ঋণের পরিমাণ কমাতে অস্বীকার করে। এরপর মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, **'যাও এবং তোমার খেজুরগুলোকে শ্রেণিভেদে স্তূপ করো, আমি তদ্রুপই করি। অতঃপর তিনি (সা.) এসে খেজুরের স্তূপের ওপর বা এর মাঝে বসেন এবং আমাকে এর থেকে মেপে মেপে ঋণদাতাদের পাওনা পরিশোধ করতে বলেন। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে এতে এতো বরকত দান করেন যে, সকল ঋণ পরিশোধের পরও আমার খেজুর এতো পরিমাণে বেঁচে যায় যে, তা দেখে মনে হচ্ছিল এথেকে একটুও খেজুর কমেনি।'**

হযরত মুআয (রা.)'র মায়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনি ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার টানে মদীনা থেকে বাইরে বের হয়ে আসেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, এ যুদ্ধের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়, মহানবী (সা.)-এর চরিত্র কীরূপ উন্নত মানে অধিষ্ঠিত ছিল! পাশাপাশি এ যুদ্ধে সাহাবীদেরও অতুলনীয় কুরবানীর দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। দেখো! মানুষের আবেগ অনুভূতির প্রতি মহানবী (সা.) কিরূপ সংবেদনশীল ছিলেন যে, তিনি মদীনায় ফেরত আসার সময় আহত হওয়ার কারণে এতটা দুর্বল ছিলেন যে, সাহাবীরা তাঁকে ধরে ধরে ঘোড়া থেকে নামান। অথচ তিনি (সা.) সেখানে দাঁড়িয়ে হযরত মুআয (রা.)'র মাকে সহমর্মিতা জানান এবং শহীদদের জন্য দোয়া করেন যে, **হে খোদা! তুমি শহীদদের উত্তরাধিকারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করো।** আরেক বর্ণনায় এ দোয়ার উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি (সা.) বলেছেন, **আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য তোমাদের স্বামীদের চেয়েও অধিক যত্নবান কাউকে সৃষ্টি করে দিন।** সে সময় মহানবী (সা.) স্বয়ং আহত ছিলেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন শহীদ হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীরা অনেকে শাহাদত বরণ করেছিলেন তথাপি তিনি পথিমধ্যে থেমে থেমে স্বজন হারানোদের সমবেদনা জানাচ্ছিলেন এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছিলেন। কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ গুরুতর আহত অবস্থায় এমনটি করা সম্ভব নয়। এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

মহানবী (সা.)-এর মদীনায় ফেরত আসার সময় যেসব নারীরা মদীনা শহর থেকে কিছুটা বের হয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে অগ্রসর হয়েছিলেন তাদের মাঝে তাঁর (সা.) শালিকা **হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা.)**ও ছিলেন। মহানবী (সা.) পর্যায়ক্রমে তাকে তার মামা এবং সহোদরের শাহাদতের সংবাদ দেন আর তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেন। মহানবী (সা.) তৃতীয়বার যখন তাকে তার স্বামীর শাহাদতের সংবাদ দেন তখন তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং বলে ফেলেন, **'হায় পরিতাপ'**। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি আফসোস কেন করলে? তিনি বলেন, **আমার সন্তানদের কথা চিন্তা করে আমি আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ করেছি**। এরপর তিনি (সা.) তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দোয়া করেন আর পরবর্তীতে এই দোয়ার সুফল বিশ্বজগৎ দেখেছে।

মদীনায় গিয়ে মহানবী (সা.) মাগরিবের নামায পড়েন এবং নিজের বাড়িতে চলে যান। এমন সময় **মদীনার নারীরা তাদের আত্মীয়স্বজনের জন্য ক্রন্দন করছিল**। এটি শুনে তিনি (সা.)ও শোকাহত হন এবং বলেন, **আমার চাচা এবং দুধ ভাই হামযা'র জন্য কাঁদার কি কেউ নেই?** একজন সাহাবী তৎক্ষণাৎ সেসব নারীর কাছে গিয়ে বলেন, তোমরা এখন চুপ করো এবং মহানবী (সা.)'র বাড়িতে গিয়ে হযরত হামযা (রা.)'র জন্য আহাজারি করো। এ সময় মহানবী (সা.) কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনি হঠাৎ জেগে দেখেন যে, নারীরা তাঁর আঙ্গিনায় বসে ক্রন্দন ও আহাজারি করছে। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা মদীনার নারীদের প্রতি কৃপা করুন কেননা তারা আমার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছে। আমি আগেই জানতাম যে, আমার প্রতি আনসারের গভীর ভালোবাসা রয়েছে**। কিন্তু এর পাশাপাশি মহানবী (সা.) বলেন, **এভাবে আহাজারি বা শোক প্রকাশ করা আল্লাহ্ তা'লার নিকট পছন্দনীয় নয়**। তখন কেউ একজন বলে, আমাদের জাতিগত স্বভাব হলো, কেউ মারা গেলে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য কান্নাকাটি করি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের আবেগ প্রশমিত হয়। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, **আমি কাঁদতে বারণ করছি না; তবে এসব নারীকে বলো তারা যেন নিজেদের মুখে চপেটাঘাত না করে, চুল টানাটানি না করে এবং কাপড়-চোপড় না ছিড়ে**। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **'এ ঘটনা থেকে মহানবী (সা.)-এর উন্নত চরিত্রের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, কেননা এতটা আহত এবং কষ্টকর অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্যদের আবেগ অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। হযরত হামযা (রা.)'র জন্য কাঁদার কথা বলার অর্থ ছিল হামযা (রা.)'র পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন। অধিকন্তু আহাজারি করতে বারণ করার রীতিটিও ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ, কেননা প্রথমে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, এরপর এমনটি করতে বারণ করেন।'**

উহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরত এসে মহানবী (সা.) তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে **হযরত ফাতেমা (রা.)-কে স্বীয় তরবারী ধৌত করতে দেন** এবং বলেন, **আজ এ তরবারিটি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে**। হযরত আলী (রা.)ও হযরত ফাতেমা (রা.)-কে স্বীয় তরবারিটি ধৌত করতে দেন এবং বলেন, **আল্লাহ্‌র কসম! এ তরবারিটি আজ তার দায়িত্ব যথাযথভাবে**

পালন করেছে। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, **তুমি আজ অনেক বড় কাজ করেছ, তবে তোমার সাথে সাহ্‌ল বিন হুনায়ফ এবং আবু দুজানাও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে।**

উহুদের যুদ্ধের পর **গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ** সংঘটিত হয়েছে তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে। এটি মূলত উহুদের যুদ্ধের শেষাংশ এবং পরিসমাপ্তি ছিল। উহুদের যুদ্ধের দিন সন্ধ্যায় মহানবী (সা.) মদীনায় ফেরত আসেন এবং এশার নামায পড়ার পর বিশ্রাম করতে যান। সম্ভবত মহানবী (সা.) সারারাত জেগে কাটান, কেননা কাফিরদের পক্ষ থেকে সেদিন পুনরায় আক্রমণের সমূহ আশঙ্কা ছিল। তাঁর (সা.) বাড়ির সামনে সাহাবীরা পাহাড়া দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না এবং সাহাবীদেরকে কাফিরদের গতিবিধি সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন। অবশেষে তাঁর আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয় এবং রাতের শেষ প্রহরে সংবাদ আসে যে, আবু সুফিয়ান সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। এ যুদ্ধের কারণ ছিল, কাফিররা উহুদ প্রান্তর থেকে যখন বিজয়ীর বেশে ফেরত যাচ্ছিল তখন মানুষ তাদেরকে খোঁটা দিচ্ছিল যে, তোমরা কোন্ বিজয়ের কথা বলছ? তোমরা না মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে পেরেছ আর না-ই তোমাদের সাথে মালে গণিমত আছে আর তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূলও করতে পারো নি? ফজরের পর একজন সাহাবী মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেন যে, তার এক আত্মীয় আবু সুফিয়ান এবং তাদের সাথীদের একথা বলতে শুনেছে যে, **চলো আমরা পুনরায় মদীনায় ফেরত গিয়ে তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেই।** মহানবী (সা.) এ সংবাদ পেয়ে বলেন, **"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যদি কুরাইশরা মদীনায় আক্রমণ করে তাহলে তাদের জন্য এমন পাথর নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে যার বর্ষণে তাদের নামচিহ্ন সেভাবে ধুয়ে মুছে যাবে যেন অতীতে তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না।"** হুযূর (আই.) বলেন, এই ঘটনার বাকী অংশ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, **'যেমনটি আমি নিয়মিত দোয়ার তাহরীক করে আসছি, অনুরূপভাবে আপনারা দোয়া অব্যাহত রাখুন। যেমনটি আশঙ্কা করা হচ্ছিল, ইসরাঈল আজ ইরানের ওপর সরাসরি আক্রমণ করেছে। এর ফলে পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ব-নেতৃবৃন্দকে বিবেক-বুদ্ধি দিন- যারা বিশ্বযুদ্ধকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান উম্মতকেও বিবেক দিন যেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিরোধীদের মোকাবিলা করতে পারে।'**

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। প্রথমত, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ **মৌলভী গোলাম আহমদ নাসীম সাহেবের** যিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার অধ্যাপক ছিলেন, বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করছিলেন এবং সম্প্রতি ৯৩বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি সিয়েরালিওন, গায়ানা, জাম্বিয়া এবং পাকিস্তানে জামাতের মূল্যবান সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ করেন, আমেরিকার সাবেক ন্যাশনাল আমীর **ডাক্তার এহসানুল্লাহ্ জাফর সাহেবের** যিনি সম্প্রতি ৮১ বছর বয়সে ইন্তেকাল

করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকা জামাতের আমীর হিসেবে এবং অন্যান্য পদে থেকে জামাতের মূল্যবান সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতদের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন আর তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)